ছাত্রীকে বিয়ে করায় শিক্ষককে বদলি

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
২৬ মে ২০২২ ১২:০০ এএম | আপডেট: ২৫ মে ২০২২ ১০:৫৬ পিএম

18
Shares

advertisement

নিজ প্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির ছাত্রীকে বিয়ে করায় শিক্ষক মজিবুল ইসলামকে পঞ্চগড় টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বদলি করা হয়েছে। পীরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে কর্মরত ছিলেন ওই শিক্ষক। গত ২৪ মে তার বদলির নির্দেশ আসে।

জানা গেছে, প্রায় ৯ মাস আগে মজিবুল ইসলাম পীরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে যোগ দেন। তার পর তিনি তারই প্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির ছাত্রী ঈশিতা খাতুনকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেন। একপর্যায়ে গত এপ্রিলের মাঝামাঝি ওই ছাত্রীকে বিয়ে করেন। রংপুর শহরের বাসিন্দা ওই শিক্ষকের আরও এক স্ত্রী রয়েছেন। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকবৃন্দ ও এলাকাবাসী ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও ভাইরাল হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ মে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ওমর ফারুক ওই শিক্ষককে পঞ্চগড় টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বদলির আদেশ দেন। ২৪ মে বদলির আদেশটি পীরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আসে। গতকাল বুধবার রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই শিক্ষক তার নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেননি বলে জানা গেছে। ছাত্রীকে বিয়ে করা শিক্ষক মজিবুল ইসলাম বলেন, বিয়ে করা অপরাধ নয়। মূলত প্রিন্সিপাল আমাকে ডিজলাইক করে। তিনিই আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, অনেকেরই বয়স জন্ম সনদে চুরি করা হয়। আমি যাকে বিয়ে করেছি, তার বয়স ১৯ বছর। সে আমার প্রতিষ্ঠানের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী।

কলেজটির অধ্যক্ষ মো. মোস্তফা কামাল বলেন, ওই শিক্ষক আমাদেরই প্রতিষ্ঠানের ১০ম শ্রেণির ছাত্রীকে বিয়ে করার খবর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে জানতে পেরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করি।

তবে ওই ছাত্রীর পরিবারের কেউই অভিযোগ করেনি। তিনি আরও জানান, কারিগরি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত নির্দেশে ওই শিক্ষককে পঞ্চগড় টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বদলি করা হয়েছে। ওই ছাত্রী পীরগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পাশেই বাহাদুরপুর গ্রামের এরশাদ মিয়ার কন্যা। এরশাদ মিয়া জানান, ইতিপূর্বে আমি একাধিকবার প্রিন্সিপাল স্যারকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি। উনি আমার কথায় গুরুত্ব দেননি। তবে এ বিষয়ে তিনি আইনি পদক্ষেপ নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

18
Shares